কলিকাতা হাইকোর্ট

মাননীয় বিচারক **:শুভেন্দু সামন্ত, বিচারপতি।**

সুতপা পাল বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

2018-এর সিআরআর-1129, 13/12/2022 এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

ফৌজদারি কার্যবিধি (1974 সালের 2), ধারা 125, ধারা 127- খোরপোশ -স্ত্রীর কাছে- স্বামী বলেছেন যে স্ত্রী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ভরণপোষণের পূর্ববর্তী আদেশের বিষয়টি প্রকাশ করেননি-ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কার্যধারার সময় পক্ষগুলি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশাবলী অনুসরণ করেনি- বিষয়টি প্রেরণ করা হল। এআইআর 2021 এসসি 569-অনুসরণ করা হয়েছে

(অনুচ্ছেদ 10,11)

উদ্ধৃত মামলাঃ **কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদগুলি**

এআইআর 2021 এসসি 569:	
এ. আই. আর. অন লাইন 2020 এস সি 915 (অনুসরণকৃত)	অনুচ্ছেদ নং। (8,9,10,12)
এ. আই. আর 2017 এস. সি 2383	পারা নং। (9)
এআইআর 2011 এসসি 2748:2011 এয়ার এসসিডব্লিউ 4340	পারা নং। (9)

আইনজীবীদের নাম

বাদি পক্ষে সৃঞ্জয় সেনগুপ্ত, সুব্রত কর্মকার,

বিবাদী পক্ষে সৃঞ্জয় সেনগুপ্ত, নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়াল, প্রতীক বোস।

আদেশঃ_

1. স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই ফৌজদারি কার্যবিধির 127 ধারার অধীনে একটি কার্যধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

2. স্ত্রী অপর্যাপ্ততার ভিত্তিতে এবং স্বামী অনিয়মের ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করেন।

3. মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্যটি হল যে ফৌজদারি কার্যবিধির 125 ধারার অধীনে একজন এখতিয়ারভুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ভরণপোষণের আদেশের ভিত্তিতে স্ত্রীকে প্রতি মাসে 1500/-/- প্রদান করার নির্দেশ স্বামীকে দেওয়া হয়েছিল।এরপরে, স্ত্রী খোরপোষ এর পরিমাণ বাড়ানোর জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির 127 ধারার অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেন।মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট এক আদেশ পাস করে মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ বাড়িয়ে Rs.14, 000/- প্রতি মাসে করেন।

4. স্ত্রীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী বলেন যে স্বামী প্রতি মাসে .65,000/- এর বেশি

উপার্জন করছেন।তার আয়ের আরও কোনও উৎস রয়েছে।আগের দেওয়া খোরপোষ স্বামীর বর্তমান আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।14,000/-টাকার মাসিক খোরপোষ যথেষ্ট নয়।

5. স্বামীর পক্ষে মাননীয় আইনজীবী বলেন যে স্ত্রীর অন্যান্য স্বাধীন আয় রয়েছে।তিনি আরও বলেন যে স্বামী এখন অন্য একটি কার্যধারায় উপযুক্ত এক্তিয়ারের আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের ভিত্তিতে স্ত্রীকে প্রতি মাসে Rs.17,000/- প্রদান করছেন।

6. স্ত্রীর পক্ষে মাননীয় আইনজীবী কঠোরভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে যদিও স্বামী ভরণপোষণের পরিমাণ দিয়েছিলেন কিন্তু স্বামী মহামান্য ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ মেনে চলেন না।ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের অগ্রগতির জন্য কিছুই প্রদান করা হয়নি।

7. স্বামীর পক্ষে মাননীয় আইনজীবী এই আদালতে বলেছেন যে স্বামী আসলে ফৌজদারি কার্যবিধির 127 ধারার অধীনে কার্যধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের চেয়ে বেশি মাসিক খোরপোষ প্রদান করছেন।

8.যুক্তিতর্কের সময় স্বামীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী রজনীশ বনাম নেহা এবং অন্যান্য , সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের উদ্‌ধৃতি দিয়েছেন।যা (2021) 2 এস. সি. সি 324-এ রিপোর্ট করা হয়েছেঃ(এআইআর **2021 এসসি 569)।তিনি উক্ত** রায়ের 60 নং অনুচ্ছেদ এবং 61 নং অনুচ্ছেদে তাঁর নির্ভরতা পেশ করেন এবং বলেন যে, স্ত্রী মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে খোরপোষ এর প্রাথমিক আদেশের বিষয়টি প্রকাশ করেননি।

9.স্ত্রীর পক্ষে মাননীয় আইনজীবী কল্যাণ দে চৌধুরী বনাম রীতা দে চৌধুরী ওরফে নন্দী মামলায় 2017 সালের সেশন আপিল No.5369 (এ. আই. আর 2017 এস সি 2383), ভিন্নি পরমবীর পারমার বনাম **পরমবীর পারমার 2011 সালের** দেওয়ানি আপিল নং- 5831-5833:এ গৃহীত সুপ্রিম কোর্টের কিছু সিদ্ধান্তের কথাও উল্লেখ করেছেন।
(এ. আই. আর **2011 এস. সি 2748)** এবং রজনীশ বনাম নেহা এবংঅন্যান্য (সুপ্রা)।

10.রজনীশ বনাম নেহা এবং অন্যান্য, সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা যা অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য। সওয়াল জবাব চলাকালীন উভয় পক্ষের মাননীয় আইনজীবী রা স্বীকার করেছেন যে রজনীশ বনাম নেহার মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা পক্ষগুলি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কার্যধারা চলাকালীন অনুসরণ করেনি।
তাঁরা দুজনেই এই বিষয়ে সংবেদনশীল।
যদি বিষয়টি ফেরত পাঠানো হয় তবে তারা রজনীশ বনাম নেহার মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।

11.পক্ষগুলির বক্তব্যের বিষয়টি বিবেচনা করে তাত্‌ক্ষণিক পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি এই নির্দেশের সাথে নিষ্পত্তি করা হয় যে বিষয়টি নতুন করে নির্ধারণের জন্য মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ফেরত পাঠানো হবে।

12. মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট পক্ষগুলিকে "সম্পদ ও দায়বদ্ধতার প্রকাশের হলফনামা" দাখিল করার অনুমতি দেবেন এবং রজনীশ বনাম নেহায় গৃহীত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুসারে তা নিষ্পত্তি করবেন।

13. উপরন্তু মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট সুপ্রিম কোর্ট (সুপ্রা) দ্বারা নির্দেশিত "ওভার ল্যাপিং এখতিয়ারের বিষয়টি" বিবেচনা করবেন।

14. আমি এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে এই আদালত এই বিষয়টির যোগ্যতার মধ্যে প্রবেশ করেনি এবং এই আদালতের কোনও সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বিষয়টি নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরন করা হল।

15. এইভাবে, উক্ত পুনর্বিবেচনামূলক ফৌজদারি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়।

16. পুনর্বিবেচনার কার্যক্রম চলাকালীন এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত স্থগিতাদেশের যে কোনও আদেশও বাতিল করা হয়।

17. সংযুক্ত সিআরএএন অ্যাপ্লিকেশন, যদি থাকে, সেগুলিও নিষ্পত্তি করা হয়।

18. আদেশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিষ্পত্তি করার নির্দেশ সহ এই আদেশের অনুলিপি তাঁর তথ্য এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদান করা হোক।

19. সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার অনুলিপির উপর কাজ করবে।

সেই অনুযায়ী আদেশ

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.